মাতৃভাষায় বিজ্ঞান উজ্জ্বল ভবিষ্যত নির্ধারণে ব্যক্তিগত, সামুহিক ও প্রতিষ্ঠানিক স্তরে সম্ভাব্য উদ্যোগ বিষয়ে কিছুটা আলোকপাত

সুব্রত ঘোষ (দুর্গাপুর গভ. কলেজ)

সংক্ষিপ্তসার

মাতৃভাষা মানুষের জীবন গঠনে ততখানিই মূল্যবান, শিশুর জীবনে মাতৃদুগ্ধ যতখানি – নিজস্ব সর্বান্তকরণ উপলব্ধি থেকে একথা আমাদের বলে গেছেন এযাবৎকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বহুমুখী বিশ্ব-প্রতিভা।তাঁর 'বিশ্ব পরিচয়' গ্রন্থটি বর্তমান প্রসঙ্গে আলোর দিশারী।অপর এক দিকদর্শী পথিকৃৎ হলেন আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু; 'বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ' ও 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান পত্রিকা' তাঁর প্রচেষ্টাকে সদাই মনে করায়, আর আমাদের ঈপ্সিত লক্ষ্যপুরণের বিষয়ে দৃঢ়ভাবে আশান্বিত করে।

দেশ, জীবন, সমাজ, বিজ্ঞান ইত্যাদির মোটামুটিভাবে (বা সাধারণভাবে) এগিয়ে চলা এক কথা, কিন্তু ভালোভাবে ও দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলা আর এক।ভালোভাবে অর্থাৎ অসাধারণভাবে এগোতে গেলে মাতৃভাষায় জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা একান্ত ভাবে জরুরি।এবিষয়ে যেকোনো পরিকল্পনা তৈরি ও রূপায়ণ করার সময় সর্বদা যে কথা মাথায় রাখতে হবে তা হলো – যেখানে যে মানুষ জন্মাক বা থাকুক, তার সহজাত ক্ষমতার ও প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ ও সামাজিক প্রয়োগ যেন ঘটানো যায় খুব সহজভাবে।মানুষের বোধ-বুদ্ধি-মেধা এইরূপ প্রকৃতিদত্ত অমূল্য সম্পদের সদব্যবহার কে কতটা বেশি করে করছে কিংবা কোথায় কতটা হচ্ছে, সেটাই হলো উন্নয়নের আসল সূচক বা মাপকাঠি – কি ব্যক্তিজীবনে, কি পারিবারিক-জীবনে, কি সমাজ-জীবনে, কিংবা আন্তর্জাতিক

ক্ষেত্রে।নিঃসন্দেহে আমাদের সার্বিক উন্নয়ন অনেক ত্বরান্বিত হবে যদি মাতৃভাষায় জ্ঞান-বিজ্ঞান-প্রযুক্তি চর্চা করার রাস্তা দ্রুত খুলে যায় প্রাথমিক শিক্ষার স্তর থেকে গবেষণার স্তর অবধি।

দ্রুতালে মাতৃভাষায় বিজ্ঞান চর্চা বাড়াতে গেলে নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলি জরুরি বলে মনে হয় –

- সংশ্লিষ্ট সকলকে মাতৃভাষায় দক্ষ, কুসংস্কার মুক্ত ও বিজ্ঞান মনস্ক হয়ে হবে।
- বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় মাতৃভাষায় লিখিত উপযুক্ত বই ও পত্রপত্রিকা থাকতে হবে; ভালো হবে যদি বিশ্বের নামী বিজ্ঞান সাময়িকীগুলোর সুন্দর অনুবাদ পাওয়া যায়।
- শিক্ষাদানের সময় মাতৃভাষার প্রয়োগ বাড়াতে হবে।সেইসঙ্গে মাতৃভাষায় দক্ষ কারুর দামী বিজ্ঞান বিষয়ক ধারণা ও পর্যবেক্ষণকে দ্রুত বিশ্ব-সমাজে তুলে ধরার ব্যবস্থা রাখতে হবে।
- সরকারি ও বেসরকারি প্রচেষ্টা পরস্পরের হাত ধরাধরি করে চলবে।
- সংশ্লিষ্ট রাজ্যে একটি স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা এবিষয়ে মূল দায়িত্ব পালন করবে।অর্থ জোগাবে কেন্দ্রীয় সরকার, সঙ্গে সংস্থার হাতে বাইরে থেকে অর্থ সংগ্রহের ক্ষমতাও দেওয়া থাকবে।কেন্দ্রীয় সরকার ও সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকার আন্তরিকভাবে সংস্থাকে সহযোগিতা করবে। কোনরকম রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ করা চলবে না সংস্থাটির কাজে, তবে লক্ষ্য পূরণে ঘাটতি হলে কড়াভাবে জবাবদিহির ব্যবস্থা থাকবে।কেন্দ্রের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দপ্তর গোটা দেশের এই কর্মকান্ডের তদারকি করবে।
- শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে অহেতুক গোঁড়ামি ছেড়ে আদি-শব্দের ব্যবহার বাড়াতে হবে; যেমন, chair = চেয়ার (~~কেদারা~~)।